ইত্তেফাক

তারিখ ... 26.11.84 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2 ...

শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখিতে হইবে

এরশাদ

বাসস জানায়, প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ দেশের শিক্ষা প্রসারে সরকারের কর্মপ্রয়াসে সাহায্য করার জন্য সমাজের সচ্ছল শ্রেণী ও দেশহিতৈষী লোকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

গতকাল (রবিবার) ঢাকায় আহমেদ বাওয়ানী একাডেমীর ছাত্র ও শিক্ষকদের এক সমাবেশে ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের আনাচে-কানাচে শিক্ষার আলো ছড়াইয়া দেওয়ার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রচেষ্টা অপরিহার্য। শোষণ, নির্যাতন ও দুর্নীতিমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধশালী নূতন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল প্রচেষ্টার সাফল্যের চাবিকাঠিই হইল শিক্ষা। তিনি বলেন, সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়াছেন এবং সেই কারণেই সরকার চলতি বছর প্রথমবারের মত শিক্ষাখাতে সর্বাধিক বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়াছেন। তদুপরি তিনি তাঁহার নিজ তহবিল হইতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উহাদের উন্নয়নের জন্য মঞ্জুরী দিয়া যাইতেছেন। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সন্তাব্য সবকিছুই করিতেছেন।

প্রেসিডেন্ট ছাত্রজীবনকে জ্ঞানার্জনের কাজে সর্বোত্তমরূপে ব্যবহার করার জন্য ছাত্রদের প্রতি উপদেশ দেন। তিনি বলেন, এই সুযোগ একবার হারাইলে আর ফিরিয়া আসিবে না।

তিনি বলেন, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখিতে হইবে। এ প্রসঙ্গে তিনি ছাত্রদের রাজনৈতিক আবর্তের বাহিরে রাখার ব্যাপারে একটি ব্যাপক ভিত্তিক ঐক্যমতে পৌঁছানোর জন্য রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট বলেন, অতীতে ঔপনিবেশিক শাসনামলে দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করার লক্ষ্যে ছাত্রসহ সর্বস্তরের মানুষের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ছিল একটি স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক প্রয়োজন। এখন দেশ মুক্ত ও স্বাধীন। পুরানো বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি এখন আর বিদ্যমান নাই। আমাদের এখন দেশ গড়ার কাজে লাগিতে হইবে এবং যুব সম্প্রদায়কে ভবিষ্যতে দেশের গুরুদায়িত্ব বহনের উপযোগী করিয়া উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। প্রেসিডেন্ট সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে বিনোদনমূলক ভ্রমণের জন্য ছাত্রদের ২৫ হাজার টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন।

পূর্বাহ্নে প্রেসিডেন্ট শান্তিনগরে হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ এবং আরমানিটোলায় একটি এতিমখানায় আকস্মিক পরিদর্শনে যান।